তারিখ 18 NOV 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

দৈনিক
ইত্তেফাক

# চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী

মহাকালের ক্যানভাসে বিন্দুবৎ মনে হইলেও একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্ধশত বৎসর একেবারে কম সময়ও নহে। তাহা আরও তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া ওঠে যখন সেই সময় পত্রপুষ্পে পল্লবিত হইয়া নিজেকে দৃশ্যমান করিয়া তোলে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে নিঃসংশয়ে এই কথাটি প্রযোজ্য হইতে পারে। ১৯৬৬ সালের ১৮ নভেম্বর চট্টগ্রাম শহর হইতে ২২ কিলোমিটার দূরে নির্জন পাহাড়বেষ্টিত ক্যাম্পাসে মাত্র ২০০ জন ছাত্র, ৭ জন শিক্ষক ও ৪টি বিভাগ লইয়া যে বিশ্ববিদ্যালয়টির যাত্রা শুরু হইয়াছিল তাহা এখন ২২ হাজার শিক্ষার্থী লইয়া দেশের তৃতীয় বৃহৎ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। উইকিপিডিয়ার তথ্যমতে, ক্যাম্পাসের আয়তনের দিক হইতে ইহাই সর্ববৃহৎ। এহ বাহ্য। সাতটি অনুষদ, ৫২টি বিভাগ, পাঁচটি ইনস্টিটিউট ও পাঁচটি গবেষণা কেন্দ্র লইয়া চলিতেছে বিশাল কর্মযজ্ঞ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ধশতকের পদযাত্রা যে বিফলে যায় নাই—তাহা শনাক্ত করিবার জন্য এই তথ্যটুকুই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। তবে ইহা যে বিশ্ববিদ্যালয়টির বিশাল অর্জনের অতি ক্ষুদ্র অংশ, তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। এই সাফল্য বা অর্জন যে উদযাপন করিবার মতো—তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

ইহা সুবিদিত যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করিয়া আমাদের শিক্ষার্থীরা দেশেবিদেশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিতেছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু প্রাক্তন শিক্ষার্থী সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন এবং আছেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট জাতি বা সমাজের প্রত্যাশা এইটুকুতেই সীমাবদ্ধ নহে। পুরাতন হইলেও কথাটি খুবই মূল্যবান যে, বিশ্ববিদ্যালয় হইল জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র—যাহার মূল উদ্দেশ্য হইল আলোকিত মানুষ তৈরি করা। পৃথিবীতে আজ জ্ঞানীগুণী মানুষের হয়তো অভাব নাই, কিন্তু আলোকিত মানুষের অভাব যে দিনদিন খুবই প্রকট হইয়া উঠিতেছে—তাহা আজ আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিশ্ব জুড়িয়া যে রক্তের হোলি খেলা চলিতেছে—ধর্ম-বর্ণ ও জাতিগত বিদ্বেষের বুলডোজারে যেভাবে পিষ্ট হইতেছে মানবতা, তাহাতে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কতোখানি অর্জিত হইয়াছে বা হইতেছে—সেই প্রশ্ন থাকিয়াই যায়। আশা করি, সুবর্ণজয়ন্তীর এই মহাসম্মেলন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্মুখে যে অনন্য সুযোগটি আনিয়া দিয়াছে সেখানেও প্রশ্নটি গুরুত্বসহকারে উত্থাপিত ও আলোচিত হইবে।

আশার কথা হইল, আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যে শুধুই সনদ বিতরণের কেন্দ্র মাত্র নহে, তাহার প্রমাণ তাহারা দিয়াছে গৌরবময় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি পর্যায়ে। আর এই ক্ষেত্রে শহীদের রক্তস্নাত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান যে সম্মুখসারিতে—তাহা সুবিদিত। সুবর্ণজয়ন্তীর এই শুভলগ্নে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়টির ছাত্র-শিক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে অভিনন্দন জানাই।